ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৩১ মে ২০২৫

ঢাবি'র প্রায় ৩শ' খ্যাতিমান গবেষককে সম্মাননা প্রদান

গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় ৩শ' জন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ২ মে ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'DU Research Excellence Recognition 2025' অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির এবং কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, 'উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের গুরুত্ব' শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বিষয়ক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে। এই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করবে জাপান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। সম্প্রতি জেএসটি পরিচালিত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (SATREPS) প্রোগ্রামের অধীনে ২০২৫ অর্থবছরে এই দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ নির্বাচিত হয়েছে।

পরিবেশ ও শক্তি, জৈব সম্পদ, দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন এ তিনটি ক্ষেত্রে জেএসটি বিশ্বব্যাপী গবেষকদের কাছ থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব আহ্বান করে। প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিলো ২০২৪ সালের ২১শে অক্টোবর। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি পর্যালোচনা করে ১০টি নতুন প্রকল্প নির্বাচিত করে। যার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে এবং দুইটি প্রকল্পেরই নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকল্পগুলো হলো-

১. দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্লাবন পূর্বাভাসের উন্নতির মাধ্যমে বন্যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা।' এই প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তার বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। প্রকল্পে জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনের অধ্যাপক ড. তরু তেরাও। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের (জাপানি মুদ্রা) এই প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক কৌশল উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর।

২. পরিবেশ ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুনগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি'। এই প্রকল্পের মেয়াদও পাঁচ বছর। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের (জাপানি মুদ্রা) প্রকল্পটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওতানবি প্রকল্পের জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন।

প্রকল্পগুলো ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পগুলো (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের ৪০ শতাংশ শিক্ষক রয়েছেন: উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় দায় ও দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয়। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে ভালো অবস্থান ধরে রেখেছে। আমাদের আন্তর্জাতিক মানের ৪০ শতাংশ শিক্ষক রয়েছেন। যদিও আমরা শিক্ষকদের গবেষণার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ দিতে পারি না। প্রয়োজনীয় সমর্থন পেলে বাকিরাও নিজেদের আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তুলতে পারবেন।

গত ২৯ এপ্রিল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি রিচার্স পার্টনারশীপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জাপান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

১৮ জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ১৪ জনের এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ১৮জন গবেষক পিএইচ.ডি., ১৪জন এম.ফিল. এবং ৩জন ডি.বি.এ.ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে তারেক বিন আতিক, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে ফারহানা ইয়াসমীন লিজা, সংগীত বিভাগের অধীনে ছন্দা চক্রবর্ত্তী, রসায়ন বিভাগের অধীনে এ. বি. এম ফয়সল, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শেখ ফারজানা ইসলাম, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে বাঁধন সাহা, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ ফেরদাউস খান শাওণ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে আইরিন সুলতানা, বাংলা বিভাগের অধীনে রাখী রানী, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে মো: আব্দুল আজিজ, আইন বিভাগের অধীনে মোঃ রিয়াদুজ্জামান, দর্শন বিভাগের অধীনে আহম্মদ উল্লাহ, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধীনে সানজিদা চৌধুরী ও মোহাম্মদ ইসমাইল ভূঞা, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ইফরাত জাহান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে অতনু দাস, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে বশির আহমেদ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে কারিশমা আমজাদ।

এম.ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো: আবুল হাসানাত, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে তানিয়া ইসলাম ও নিলয় রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে শেখ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন ও মৌমিতা সেন, অর্থনীতি বিভাগের অধীনে তন্ময় চৌধুরী, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে সাজ্জাদুর রহমান খান, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে জুয়েল কুমার সাহা, বাংলা বিভাগের অধীনে শাপলা বণিক ও সোলায়মান আলম, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের অধীনে জাকিয়া সুলতানা মুক্তা, (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

সকল রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে ঢাবিকে সর্বজনীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই–উপাচার্য

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাসের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা এবং দেশকে ঢেলে সাজানোর একটি দুর্লভ ও সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এই সযোগ কাজে লাগাতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। নতুন বাংলাদেশে গণমানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে না পারলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়বো। গত ২ মে ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের দু'দিনব্যাপী ১৪তম দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলন ও সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বলেন, সকল রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনীন ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০২৫ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএল) মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এবং শান্তা মারিয়াম-হংহে কনফুসিয়াস ক্লাসরুম-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইএমএল-এর পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' উদযাপন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের যুগ্মসম্পাদক অধ্যাপক ড. সুরাইয়া আক্তার। যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। প্রধান বিচারপতি (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

মেধাবী শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যের মৃত্যুতে ঢাবি প্রশাসন গভীরভাবে মর্মাহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য গত ১৩ মে দিবাগত রাতে বাংলা একাডেমির বিপরীতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীরভাবে মর্মাহত।

ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। একই সঙ্গে তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য জোর তাগিদ দেন। ঘটনার চার ঘণ্টার মধ্যেই তিনজন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়।

তদন্ত কমিটি গঠন

শাহরিয়ার আলম সাম্য'র মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে ব্যারিস্টার নুরুল আজিমকে কমিটিতে কো-অপট করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। সহকারী প্রক্টর শারমীন কবির কমিটির সদস্য-সচিব এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে (তদন্ত) সাচিবিক দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক দিবস পালন

শাহরিয়ার আলম সাম্য'র মৃত্যুতে গত ১৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক দিবস পালন করা হয়। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট স্থায়ীভাবে বন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট স্থায়ীভাবে বন্ধ করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ১৪ মে দুপুরে জরুরি বৈঠক করে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট স্থায়ীভাবে বন্ধসহ উদ্যানে তল্লাশি অভিযান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে রমনা পার্কের মতো স্থায়ী উন্নয়নের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা, উদ্যানে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও লাইটের ব্যবস্থা করা, অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতে ডিএমপির পক্ষ থেকে একটি পুলিশ বক্স স্থাপন করা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে একটি নিরাপদ পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উপাচার্যের ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৬ মে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থায়ীভাবে গেইট বন্ধের কাজ এবং উদ্যানের ভেতরে থাকা দোকানগুলো উচ্ছেদ কার্যক্রম দেখতে যান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা শিক্ষার্থী সাম্য হত্যার ঘটনাস্থল পুনরায় পরিদর্শন করেন।

সাম্য'র রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে শাহরিয়ার আলম সাম্য'র রুহের মাগফেরাত কামনায় গত ১৬ মে বাদ জুমা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া স্যার এ এফ রহমান হল প্রশাসনের উদ্যোগে বাদ আছর হল মসজিদে সাম্য'র রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার

গত ১৭ মে সাম্য হত্যার তদন্তের অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু বিচার ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৮ মে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাম্য হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচার দ্রুত শেষ করতে উপদেষ্টার সহায়তা কামনা করা হয়।

ক্যাম্পাসে ভাসমান ও ভবঘুরে লোক উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত

গত ১৮ মে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কালী মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাসমান ও ভবঘুরে লোকদের উচ্ছেদে তল্লাশি জোরদার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসঙ্গে কবি সুফিয়া কামাল হল সংলগ্ন ফুট ওভারব্রীজে ওঠা-নামার সিঁড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে এক প্রান্ত হলের অভ্যন্তরে এবং অপর প্রান্ত কার্জন হলের অভ্যন্তরে স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানানো হয়। শিগগিরই এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হবে বলে নিশ্চিত করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

প্রক্টরিয়াল টিমের তিন ছাত্রী হলে দুই শিফটে দায়িত্ব পালন

গত ১৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা ও সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে কবি সুফিয়া কামাল হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের সামনে প্রতি শিফটে দুইজন করে প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্য নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে প্রক্টর অফিসের একটি মোবাইল নাম্বার তিন হলের ফটকে দেয়া থাকবে। প্রয়োজনে ছাত্রীরা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করেও প্রক্টর অফিসের সহায়তা নিতে পারবেন। এদিকে এই তিন হলের সামনে পুলিশের টহল গাড়ি দেয়ার জন্যও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে শিগগিরই চিঠি দেয়া হবে।

প্রক্টরিয়াল টিমকে আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। তাদের জন্য নতুন যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে। ভাসমান ও ভবঘুরে লোকদের উচ্ছেদে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঝটিকা সফরে উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উদ্যানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি দেখার জন্য গত ১৯ মে আকস্মিকভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পরিদর্শন করেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিরাপত্তা উপ কমিটি গঠন

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক করে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে। একইসঙ্গে রমনা পার্কের ন্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য আরেকটি উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাকিলা জেরিনের সভাপতিত্বে গত ২০ মে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের কনফারেন্স কক্ষে 'রমনা পার্কের ন্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন' সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুরোধে ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অভিযান চালিয়ে ভাসমান লোক ও ভ্রাম্যমাণ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রতিদিনই মাদক বিরোধী অভিযান চলছে। এছাড়া ২৪টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পর্যাপ্ত আলোর জন্য ৮৫টি বাতি লাগানো হয়েছে। শিগগিরই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের দুইটি ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শুরু হবে। উদ্যানে আনসারের সদস্য বাড়িয়ে ৪০ জন করা হয়েছে।

সাম্য'র মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পেশ

সাম্য'র মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান গত ২৬ মে উপাচার্য ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে এই তদন্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ডিএমপির রমনা বিভাগের ডিসি'র সাক্ষাৎ

গত ২৫ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে তারা জানান।

ঢাবি প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিবারের সন্তোষ প্রকাশ

শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সার্বক্ষণিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। মৃত্যু'র ঘটনা তদন্ত এবং এসংক্রান্ত আইনি ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গৃহীত ধারাবাহিক পদক্ষেপ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য সাম্য'র পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৭ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থী বিমা দাবি নিষ্পত্তির নির্দেশনা ঢাবি প্রশাসনের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবীমার আওতাভুক্ত। তবে বিমা দাবি আদায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে গত ৫ মে ২০২৫ তারিখে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অফিস থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ইতোমধ্যেই সকল হল/বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো হলো-

১. প্রতিটি হল/ বিভাগ/ ইনস্টিটিউটের নোটিশ বোর্ডে দৃশ্যমানভাবে স্বাস্থ্যবিমা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী প্রচার করা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ইতোমধ্যে আপলোড করা হয়েছে।

২. স্বাস্থ্যবিমা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিটি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একজন ছাত্র উপদেষ্টাকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। ছাত্র উপদেষ্টা যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অবগত করবেন।

৩. ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যেক বিভাগ/ ইনস্টিটিউটের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী উপস্থাপন করা হবে।

৪. আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করা হবে।

৫. বিমা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে, হিসাব দপ্তরের বিমা শাখায় ছাত্র উপদেষ্টার সুপারিশসহ লিখিত অভিযোগ পেশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৬. সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটেও বিমা সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা আপলোড করা হবে।

এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাত দিনের মধ্যে বিমা দাবি নিষ্পত্তি এবং বিমা দাবির টাকা শিক্ষার্থীদের একাউন্টে সরাসরি প্রেরণর জন্য বিমা কোম্পানিকে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীর সঙ্গে ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত ফি গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিয়তই অনলাইনে, ই-মেইলে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সক্রিপ্ট পাঠানো হয়। সম্প্রতি এসংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ ৫০ মার্কিন ডলার (সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা) থেকে কমিয়ে ১০ মার্কিন ডলার (সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা) করা হয়েছে। এই চার্জ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট উত্তোলনের জন্য সরাসরি কোনো টাকা গ্রহণ করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সোনালী ব্যাংক অথবা অনলাইনের মাধ্যমে (অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং) টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে অধিভুক্ত কলেজের ক্ষেত্রে অনলাইন প্রক্রিয়া এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতোপূর্বেই অনলাইনে ট্রান্সক্রিপ্টের আবেদন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এপদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য অনলাইনে আবেদন করে থাকেন। তবে ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও মার্কশীট সত্যায়ন প্রক্রিয়া এখনও অনলাইনে শুরু হয়নি। এই প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্পষ্ট করার জন্য প্রশাসন ইতোমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে ট্রান্সক্রিপ্ট/ মার্কশীট/ সার্টিফিকেটের জন্য অনলাইনে আবেদন করার প্রক্রিয়াগুলো আরও শিক্ষার্থীবান্ধব করে উপস্থাপন করা হবে।

ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য সংশ্লিষ্ট মার্কশীট এর পাশাপাশি ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও মার্কশীট উত্তোলনের ধাপগুলো সম্পর্কে অতিদ্রুত (২ কার্যদিবসের মধ্যে) বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রদান করা হবে।

এছাড়া, অনলাইনের (ই-মেইলের মাধ্যমে) পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে হার্ডকপি ট্রান্সক্রিপ্ট সরাসরি দ্রুত পাঠানোর ক্ষেত্রে কুরিয়ার কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ট্রান্সক্রিপ্ট সেকশনটি অপেক্ষাকৃত একটি বড় কক্ষে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য কেন্দ্রকে আরও শিক্ষার্থীবান্ধব করে গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ১০ লাখ টাকার নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'ড. এ এইচ এম করিম ও হোসনে আরা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য ড. এ এইচ এম করিম ও হোসনে আরা বেগম-এর জামাতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মুতি ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২০ মে ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নায়িম সুলতানা, অধ্যাপক ড. এম সাইফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং দাতা পরিবারের সদস্য মো. শফিকুর রহমান ও সৈয়দা সিমা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের তিনজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। মাসিক দুই হাজার টাকা হারে এক বছরের জন্য প্রত্যেককে ২৪ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

সকল রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে ঢাবিকে সর্বজনীন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে ইতোমধ্যে বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছি। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। বিচারপ্রার্থী ও সংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যে এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে ইতোমধ্যে অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সুপ্রীম জুডিশিয়াল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, উচ্চ আদালতে বিচারক অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও বিচার প্রক্রিয়া সহজীকরণের বার্তা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইতিহাস যে কোন জাতির আত্মপরিচয়ের ধারক। একটি জাতির অতীতের চেতনা, সফলতা ও আত্মত্যাগ সবকিছু ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে। একারণে ইতিহাস আমাদের পথচলার দিকনির্দেশক ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণা। ইতিহাস শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সংগ্রহশালায়, দলিলে, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে, স্থাপত্যে, বিভিন্ন গ্রন্থে ও স্মারকে। ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ সংরক্ষণ শুধুমাত্র ইতিহাসবিদদের একার কাজ নয়। এক্ষেত্রে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হলে অনেক ঐতিহাসিক দলিল, নিদর্শন ও স্মারক সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে। তাই ইতিহাস সংরক্ষণে প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণসমূহ সাধারণ মানুষের বোধগম্য করতে মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তত্ত্ব ও বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্যে আমরা একাডেমিয়া ও পেশাজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক জিইয়ে রাখতে চাই। আমরা সমাজের সকল অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনির্ভরতা অর্জন ও সামগ্রিক উন্নয়নে এই সর্বজনীন প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

১৪৩০ ও ১৪৩১ বাংলা বর্ষে ইতিহাস বিষয়ে প্রকাশিত সেরা গ্রন্থের জন্য ৩জনকে 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পুস্তক সম্মাননা' প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ বশির আহম্মেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এটিএম রফিকুল ইসলাম এবং বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী। দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের ১৮টি পর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ ইতিহাস বিষয়ক প্রায় ১'শটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'

(১ম পৃষ্ঠার পর) সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তা মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'চীনা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়' অংশ নেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। এই সম্পর্ক জোরদার করতে উভয় দেশের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি আরও গতিশীল করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং চীনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের

(১ম পৃষ্ঠার পর) (জাইকা)'র অর্থায়নে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি নিয়ে শীঘ্রই একটি প্রজেক্ট শুরু হতে যাচ্ছে। সেটিকে সামনে রেখে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। সভাপতিত্ব করেন মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রজেক্টের বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) ড. আনোয়ার হোসেন। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রজেক্টের জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) ড. কোজো ওতানাবি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, জাপান আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্ব রাজনীতির উর্ধ্বে। প্রজেক্টটি সমাজে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। মানুষ উপকৃত হবে। এই ধরনের প্রজেক্টকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিন শেষে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমাজের জন্য কাজ করতে হয়। নিজেদের এখন দেশ ও সমাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সুযোগ রয়েছে। সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রজেক্টের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের (জাপানি মুদ্রা) প্রজেক্টটি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে। ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রজেক্টটি প্রবেশনারি পিরিয়ড হিসেবে থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর, জাপানের সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিস প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করবে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

কসোভো'র রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা গত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মি. এনিস শেমাইলি তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তাঁরা শিগগিরই এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা সমাজকে আরও এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও জোর দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

পরে, রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ''দ্য রিপাবলিক অব কসোভো টুওয়ার্ডস ইউরো-আটলান্টিক ইন্টিগ্রেশন: রিলেশনস উইথ বাংলাদেশ, এশিয়া, অ্যান্ড দ্য প্রসপেক্টস ফর কো-অপারেশন উইথ বাংলাদেশ" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাবের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'বাংলাদেশ এবং কসোভোর মধ্যে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক, একটি সাধারণ সমঝোতা স্মারক এবং কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের চুক্তি। এসব চুক্তি দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বাণিজ্য ও দু'দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে যৌথ সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বৈত কর পরিহারের ব্যাপারে আরও চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'কসোভোর কূটনৈতিক একাডেমি জুনিয়র বাংলাদেশী কূটনীতিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে'। এছাড়া, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য কসোভো স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দু'দেশের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ গড়ে তোলা হবে। কসোভো বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকল স্তরে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ'র পরিচালক

অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আইডিইএ) এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক লিনা রিকিলা তামাং গত ২৮ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন আইডিইএ'র দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক লিনা রিকিলা তামাং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আইডিইএ একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করতে চায় বলে জানান লিনা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবে বলে মত দেন তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ও ডেমোক্রেসি ল্যাব সম্পর্কে আইডিইএ'র পরিচালককে অবহিত করেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমওইউ করার আগ্রহকে উপাচার্য স্বাগত জানান।

প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রবেশনারি পিরিয়ড হিসেবে থাকবে।

সম্প্রতি প্রকল্পের গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাপান আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্ব রাজনীতির উর্ধ্বে। প্রকল্পগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এতে মানুষ উপকৃত হবে। এই ধরনের প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে।

ঢাবি'র প্রায় ৩শ' খ্যাতিমান গবেষককে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতি কামরান টি. রহমান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি মিস ফাইজা আহাদ এবং বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান উচ্চশিক্ষার ভূমিকা, টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হিসেবে সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের গবেষণার সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উপযোগী করে গবেষণা প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অভিনন্দন জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা দলাদলি করতে চাই না। দলীয় রাজনীতি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। শিক্ষাকে আমরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চাই। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা একটি র‍্যাঙ্কিং কমিটি গঠন করেছি। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আমরা যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বেশ কিছু ভিজিটিং প্রফেসর আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালনা ও রিসার্চ কালচার গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা চান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সফল ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার ও অ্যালামনাইদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো গবেষকদের এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ 'High-Impact Journal'-এ প্রকাশিত হয়েছে, আজ তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হলো। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকগণও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শুধু নিজের চাকুরি বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং মানবকল্যাণ সাধন ও পৃথিবীকে বদলানোর জন্য গবেষণা করতে হবে। তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ, গবেষণা ও বই প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির বিশ্বের সকল ভাষার জ্ঞান, গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'জাতীয় অনুবাদ কমিশন' গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঢাবি থেকে ১৮ জন গবেষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর) লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে রুমানা রশীদ রুমী এবং ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে মোসা: হাবিবা ও কামারুন মুহসীনা।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধীনে মোঃ ইকবাল হোসেন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ হেলাল হোসেন এবং অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের অধীনে কান্তা শারমিন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

ঢাকাস্থ সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. মিচেল লি গত ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি ধান্যা লিঙ্গেশ এবং হিউ কক সিয়াং তার সঙ্গে ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক মো. হাসান আব্দুল্লাহ তৌহিদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতার নিয়ে আলোচনা করেন।

সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. মিচেল লি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

পরে, সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. মিচেল লি অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে "Making Friends and Staying Relevant: Singapore's Foreign Policy Explained" শীর্ষক একটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. মিচেল লি তাঁর বক্তৃতায় সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের বৈদেশিক নীতি ও কূটনৈতিক কৌশলসমূহ তুলে ধরে বলেন, সিঙ্গাপুর বিশ্ব রাজনীতি, বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। সিঙ্গাপুরের এই সফলতার পেছনে রয়েছে প্রাণবন্ত অর্থনীতি, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি, বৈশ্বিক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বিশ্বাসযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশীদারিত্বের নীতি। শিক্ষা, গবেষণা, অর্থনীতি, বাণিজ্যসহ দ্বিপাক্ষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুর একযোগে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মালদ্বীপের হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার মিস শিউনিন রশীদ গত ১৯ মে ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি আহমেদ মাইশান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালদ্বীপের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অভিবাসন ও উন্নয়ন অধ্যয়ন, সমুদ্রবিজ্ঞান এবং পর্যটন ও আতিথেয়তা বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালদ্বীপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালদ্বীপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা এবং অনলাইন ক্লাস আয়োজনের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালদ্বীপের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে চায়না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস গ্রুপের (সিআইসিজি) সভাপতি ড. তু চান ইউয়ান তার প্রতিনিধি দল নিয়ে বৈঠক করেছেন। ড. তু চান ইউয়ান চীন সরকারের সাবেক উপমন্ত্রী ছিলেন। গত ১২ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনস্থ সেন্টার ফর চায়নিজ স্টাডিজে সিআইসিজি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাবিতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শিগগিরই শুরু হবে

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২শ' ৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। এ লক্ষ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ৩০ এপ্রিল নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেয়। এপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ৬ মে চীনা কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যগুলো সরবরাহ করে। তথ্যগুলো যাচাই করে শিগগিরই হল নির্মাণের কাজ শুরু করবে চীনা কর্তৃপক্ষ। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫শ' ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

গত ১১ মার্চ প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। একই সঙ্গে প্রকল্পটি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প শিগগিরই বাস্তবায়নের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কয়েক দফায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়া, উপাচার্য এসব প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী ও পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সচিব ড. কাইয়ুম আরা বেগমের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ এডিপিভুক্ত করণসহ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার বিভিন্নধাপে পরিকল্পনা কমিশন ও মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অফিসকে নিয়মিত দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ২ হাজার ৮শ' ৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের জন্য আরও ৪টি হল, ছাত্রদের জন্য ৫টি হলসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রী ও ৫ হাজার ১শ' ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

একই সঙ্গে ১শ' ৫১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহের সংস্কার, সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আওতায় অতি পুরাতন জরাজীর্ণ ১শ' ৬৮টি ভবনের সংস্কার করা হবে।

১০ শিক্ষার্থী পেলেন 'নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি'

সদাচরণ, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ১০ জন শিক্ষার্থীকে 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১২ মে ২০২৫ চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান স্বাগত বক্তব্য দেন। সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, প্রয়াত মো. নুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ছিলেন না, তবে সাংগঠনিকভাবে কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, রাজনীতি করার কারণে আমাদের মধ্যে অনেক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাজন দূর করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে আমাদের পারিবারিক বন্ধন মজবুত করা জরুরি।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– মো. মেহেদী হাসান (বাংলা), আরিফুল ইসলাম রিমন (ইংরেজি), মো. উদয় ভূইয়া (ম্যানেজমেন্ট), মো. সিয়াম আফ্রিদি (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), মো. কলিম উল্লাহ (ফিন্যান্স), সুমাইয়া রহমান (অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ), রুমানা আলম নিশি (অর্থনীতি), ইফফাত জেরিন পারিসা (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), আফরিন জাহান পায়েল (লোক প্রশাসন) এবং আফসানা মীম (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

উল্লেখ্য, প্রয়াত মো. নুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

ঢাবি'র ৯ম আন্তঃহল জুডো প্রতিযোগিতায় মুহসীন হল এবং শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯ম আন্তঃহল জুডো (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল চ্যাম্পিয়ন এবং সূর্যসেন হল রানার্সআপ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের গ্রুপে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল রানার্সআপ হয়। গত ২০ মে ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ও স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন।

জুডো ও কারাতে কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. উপমা কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়া বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি তাম্র জিতে মোট ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সূর্যসেন হল ১টি স্বর্ণ ও ২টি তাম্র জিতে ৭ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়।

ছাত্রীদের গ্রুপে শামসুন নাহার হল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ১টি তাম্র জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ১টি স্বর্ণ ও ১টি তাম্র জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাই–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাই। না হলে নানা চাপে আমাদের কোমর বাঁকা হয়ে যাবে। দলীয় সরকারের সময় এইসব চাপ প্রকট হবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাই।

গত ২৭ এপ্রিল উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের 'ফ্লোর বর্ধিতকরণ প্রকল্পে' আল আরাফাহ্ ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এসব কথা বলেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান, অধ্যাপক সায়েমা শারমিন, আল আরাফাহ্ ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এমডি রাফাত উল্লাহ খান এবং ডিএমডি আব্দুল আল মামুনসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আল আরাফাহ্ ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে উপাচার্য বলেন, এটাকে একটা চেক হিসেবে দেখার অবকাশ নেই। আমি মনে করি এই চেক হস্তান্তর দিয়ে আমাদের সম্পর্ক শুরু হলো। আমরা এই সম্পর্ককে আরো দীর্ঘ ও টেকসই করতে চাই।

অ্যালামনাইদের উদ্দেশ্য করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আপনাদের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্পর্ক রাখতে চাই। আপনারা আসবেন। আমরা আপনাদের কাছে যাবো। আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকবে। যার মাধ্যমে একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। দিনে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি আমরা। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বের করে আনতে হবে। এই সম্পর্কগুলোকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। ভুল করলে একসঙ্গে করবো। সঠিক করলেও একসঙ্গে করবো। কোনো ব্লেমগেইম থাকবে না।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে তিনটি হলে দুই শিফটে দায়িত পালন করবে প্রক্টরিয়াল টিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তিনটি হলে দুই শিফটে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে প্রক্টরিয়াল টিমের দুইজন করে সদস্য। গত ১৯ মে ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শিক্ষার্থীদের চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বৈঠকটির আয়োজন করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ সহকারী প্রক্টরবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা ও সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে কবি সুফিয়া কামাল হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের সামনে প্রতি শিফটে দুইজন করে প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্য নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে প্রক্টর অফিসের একটি মোবাইল নাম্বার তিন হলের ফটকে দেয়া থাকবে। প্রয়োজনে ছাত্রীরা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করেও প্রক্টর অফিসের সহায়তা নিতে পারবেন। এদিকে এই তিন হলের সামনে পুলিশের টহল গাড়ি দেয়ার জন্যও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে শিগগিরই চিঠি দেয়া হবে।

প্রক্টরিয়াল টিমকে আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। তাদের জন্য নতুন যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে। ভাসমান ও ভবঘুরে লোকদের উচ্ছেদে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে। সেই সঙ্গে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণে অভিযান চলমান থাকবে।

বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমরা আরও কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। এক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নজরুলের সাহিত্যকর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার শিক্ষা দেয়। সর্বাবস্থায় সাম্য ও শান্তি বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ধরে রাখার শিক্ষাও আমরা নজরুলের সাহিত্যকর্ম থেকেই পাই। গত ২৫ মে ২০২৫ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি'র সমাধি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

স্মরণসভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম 'চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান: কাজী নজরুলের উত্তরাধিকার' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ অনুষ্ঠানে নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, নজরুলকে বুঝতে এবং তাঁর সাহিত্যের গভীরতা অনুধাবন করতে হলে একজন সত্যিকারের মানুষ হতে হবে। জাতীয় কবিকে তিনি সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, শান্তির কবি ও সব্যসাচী কবি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ব্যক্তি জীবনেও তিনি বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই বহুমাত্রিকতা যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশকিছু হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামে একটি হলের নামকরণের বিষয়টি আমরা আন্তরিকভাবে বিবেচনায় রেখেছি।

উল্লেখ্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচি অনুযায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হন এবং শোভাযাত্রা সহকারে কবি'র সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ঐতিহাসিক মূল্যসম্পন্ন এক দুর্লভ সম্পদ–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ঐতিহাসিক মূল্যসম্পন্ন এক দুর্লভ সম্পদ। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই প্রেসে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রেস কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

গত ১৯ মে ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস পরিদর্শনকালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রেস ম্যানেজার এস. এম. বিপাশ আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণামূলক প্রকাশনা ও জার্নাল এসব প্রেসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এজন্য এসব প্রেসের আলাদা মর্যাদা থাকে। তিনি বলেন, ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রেসে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও দুর্লভ যন্ত্রপাতি রয়েছে। বেশ কিছু এখনও সচল রয়েছে। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত রয়েছে। সার্বিক পরিকল্পনার আওতায় এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসকে আমরা আরও কার্যকর ও আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে অংশীজনের সহযোগিতায় নিজস্ব ফান্ড গঠনের মাধ্যমে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রেসের অবসরপ্রাপ্ত ২৭ জন, পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৩৪জন এবং নবীন ১৮জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট, মার্কশীট ও সার্টিফিকেট সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রান্সক্রিপ্ট, মার্কশীট ও সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও মার্কশীটসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জরুরি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আমিনুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা ই-মেইল: servicesupport@du.ac.bd অথবা হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৯৭-৪৯০৫৭৫ (শুধু মেসেজের জন্য) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮